MUGBERIA GANGADHAR MAHAVIDYALAYA

M.A. — 1st Sem

PAPER — 102

Teacher Name — S.K.H   Date —

১) বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের প্রভাব আলোচনা করো ?

⇒

প্রসঙ্গ :—

শ্রীচৈতন্যের দিব্যমান জীবনের স্পর্শে সাহিত্যের মরা গাঙে জোয়ার আসে, শুধু সাহিত্যে নয় ; ধর্মে, দর্শনে, সংগীতে বাঙালি নতুন এক ভাবলোকের সন্ধান পায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই লিখেছেন —

> "বর্ষাঋতুর মতো মানুষের সমাজে এমন একটা সময় আসে যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুর পরিমাণে বিচরণ করিতে থাকে। চৈতন্যের পরে বাংলাদেশের সেই অবস্থা হইয়াছিল। তখন সমস্ত আকাশ মেঘের রসে আর্দ্র হইয়াছিল। তাই দেশে সে সময় যেখানে যত কবির মন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল সকলেরই সেই রসের বাষ্পকে ঘন করিয়া কত অপূর্ব ভাষা এবং নূতন ছন্দে, কত প্রাচুর্য এবং প্রবলতায় তাহাকে দিকে দিকে বর্ষণ করিয়াছিল।"

বৈষ্ণব পদাবলি ও বৈষ্ণব জীবনীসাহিত্য চৈতন্যের আবির্ভাবের ফলে অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব সম্পর্কে বলা যায় —

১. **ভক্তিধর্মের প্রসার ও বৈষ্ণবদর্শনের প্রতিষ্ঠাপন :—**

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তিধর্মের প্রসার ঘটালেন, তাঁর মতাদর্শ, আবেগ, বক্তব্য, নির্দেশাবলি অবলম্বনে রচিত হল বৈষ্ণব দর্শন, সেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের দার্শনিক ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন রূপ, সনাতন, জীব গোস্বামীরা। এই বৈষ্ণবদর্শন পরবর্তীকালে হয়ে ওঠে বৈষ্ণব সাহিত্যের রসভাষ্য। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত যথার্থই বলেছেন, —

"বৈষ্ণব ধর্মের যে দার্শনিক ভিত্তি তা মহাপ্রভুই গঠন করেন।"

২. অনুবাদ সাহিত্যে প্রভাব :—

চৈতন্য-উত্তরযুগে রচিত রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের চরিত্রগুলি বিবর্তিত হল। বিশেষ করে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের ঐশ্বর্যপ্রেম অপেক্ষা মাধুর্যপ্রেমে প্রকাশিত হলেন। সর্বব্যাপী মানবধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটেছিল।

৩. মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী চরিত্রের বিবর্তন :—

প্রাক্‌ চৈতন্যযুগের দেবদেবীরা ছিলো ভয়ংকর স্বেচ্ছাচারী। শ্রীচৈতন্যের ভক্তিধর্মের প্রভাবে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা শান্ত, কোমলস্বভাবের চরিত্রে বিবর্তিত হলেন। চৈতন্যোত্তর মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল কাব্যের দেবদেবীরা তাঁদের ক্রোধ স্বভাব ত্যাগ করে মঙ্গলময়ী হয়ে উঠেছেন।

৪. শ্রীচৈতন্য জীবনীসাহিত্যের জন্ম :—

শ্রীচৈতন্যদেবকে অবলম্বন করে বাংলায় রচিত হল জীবনীগ্রন্থ। বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ কবিরা জীবনীগ্রন্থের মাধ্যমে মহাপ্রভুকে বরণ করে নিলেন।

৫. গৌরচন্দ্রিকার অভিনব সৃজন :—

রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার সমান্তরালে গৌরলীলা অবলম্বনে রচিত হল গৌরচন্দ্রিকা। তাঁর লীলাবাল্য অবলম্বনে রচিত 'গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ' গুলি তাঁর গভীর কৃষ্ণপ্রেমের অনুভূতিকেই স্বরূপে প্রকাশ করে। বলতে দ্বিধা নেই যে, এগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

* উপসংহার :—

পরিশেষে বলা যায় যে,

র ক্ষেত্রে এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর শাক্তপদাবলী বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে লোকসাহিত্য ও বাউল সংগীতের মধ্যেও যে ভক্তিরসের ধারা প্রবাহিত, তার মূলে ও চৈতন্য প্রভাবের প্রতিফলন আছে। আসলে চৈতন্য মহাপ্রভুর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন দিক থেকে বাংলা সাহিত্যসৃষ্টির ধারাকে প্রভাবিত ও পরিপুষ্ট করেছেন তা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন এ কথা বলাই বাহুল্য।

Shewta Panda